



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হাওরে বন্যা মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে সহায়িকা

২০১৮

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ২০১৮

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় ৭ টি জেলা মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, সিলেট, সুনামগঞ্জ এবং বাম্ফনবাড়িয়া নিয়ে হাওর অঞ্চল গঠিত। এ সকল জেলায় ৩৭৩ টি হাওর রয়েছে। জীববৈচিত্রপূর্ণ হাওর এলাকায় মোট জমির পরিমাণ ১৯.৯ লাখ হেক্টর যেখানে প্রায় ২ কোটি মানুষ বসবাস করে। হাওর এলাকায় চাষযোগ্য বোরো জমির পরিমাণ ৮ লাখ ৫৯ হাজার হেক্টর যা থেকে বছরে প্রায় ৫ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদন করা যায়। হাওরাঞ্চলে ২৬০ প্রজাতির মাছ ও ২৪ প্রজাতির চিংড়ি আছে যা সারাদেশের মৎস্য উৎপাদনের প্রায় শতকরা ২০ ভাগ। ধান ও মাছ উৎপাদন হাওড় এলাকার জনগণের প্রধান জীবিকা। এ এলাকা প্রায় প্রতি বছর আকস্মিক বন্যা কবলিত হয়। যার ফলে বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে হাওর এলাকায় প্রধান প্রধান দুর্যোগ্যগুলো হল আকস্মিক বন্যা, বজ্রপাত, ঝাড়, উচ্চমাত্রায় ঢেউ ও নদীতীর ভাঙন।

হাওর এলাকায় সাম্প্রতিককালে ঘন-ঘন বন্যা দেখা যাচ্ছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বলে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৭টি জেলায় ৩৭৩ টি হাওর রয়েছে, যেগুলো পানি ধরে রেখে দেশের বন্যাপ্রবণ অন্যান্য এলাকার বন্যার প্রকোপ হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

হাওর অঞ্চলে গত কয়েক বছরের উল্লেখযোগ্য আগাম আকস্মিক বন্যার তথ্য:

সন	মাস	সন	মাস
২০০০	এপ্রিল, ৩০	২০১০	এপ্রিল, ০৩
২০০২	এপ্রিল, ১৯	২০১৬	এপ্রিল, ১৭
২০০৪	এপ্রিল, ১৯	২০১৭	মার্চ, ২৯

২০১৭ সনের ২৯ মার্চ হতে এপ্রিলের ২য় সপ্তাহের মধ্যে অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট আগাম বন্যায় সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার ৬২ টি উপজেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এর ফলে এ ৬টি জেলার ৬২টি উপজেলার ৫১৮টি ইউনিয়নের ৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৮৮টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. হাওর এলাকায় আকস্মিক বন্যার কারণ

প্রাকৃতিক নিয়ামকের সাথে আর্থ-সামাজিক বিষয়ক কারণ যেমন হাওরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা, ধান চাষী ও মাছ উৎপাদনকারীদের পানি ব্যবস্থাপনার দ্বন্দ্ব, সঠিক সময়ে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত না হওয়া, সুশাসন সম্পর্কিত সমস্যা ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাব আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি বহুলাংশে বাড়িয়ে দিচ্ছে। ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের হাওর নিম্নোক্ত ৩ ভাগে বিভক্ত, যথা: ১) পাহাড়ের পাদদেশে বা পাহাড়ের কাছাকাছি অবস্থিত হাওর; ২) প্লাবিত এলাকার হাওর এবং ৩) গভীর পানিতে প্লাবিত এলাকার হাওর। হাওর এলাকার উজানে ভারতের শিলং ও ত্রিপুরার অধিক বৃষ্টিপাতপ্রবণ বিস্তৃত এলাকার পানি এ এলাকা দিয়ে

প্রবাহিত হয়। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে হাওর এলাকায় আকস্মিক বন্যা দেখা যায় যা এ এলাকার প্রধান দুর্যোগ হিসেবে বিবেচিত। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা জীবন ও জীবিকায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

৩. ২০১৭ সালের আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত খাতসমূহ

(ক) কৃষি

২০১৭ সালে আকস্মিক বন্যায় হাওর এলাকায় কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বন্যায় ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও বহু ফসলী জমি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে হাওর এলাকায় প্রায় ৭.৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধানের উৎপাদন কম হয়েছে যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তাসহ জাতীয় পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

(খ) মৎস্য সম্পদ ও গবাদিপশু

বন্যায় ২১৪ মে: টন মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পশু সম্পদ ও হাঁস-মুরগী উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। খান গাছ পঁচে পানি দূষণ ও দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাওয়ায় মাছ মরে ভেসে উঠেছে।

(গ) ভৌত অবকাঠামো

হাওর এলাকায় ২০১৭ সালের বন্যায় ৬৬২ কি. মিটার রাস্তা ও ১৩৩ কি. মিটার বীধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যায় বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়েছে।

৪. আগাম বন্যা পূর্ববর্তী সতর্কতা

- নিয়মিতভাবে মওসুম ভিত্তিক এবং সাপ্তাহিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস (হাওর এবং তদসংলগ্ন উজান অঞ্চল) বিশ্লেষণ পূর্বক ধানচাষে করণীয় বিষয় এবং আগাম বন্যার পূর্বাভাস এসএমএস, এ্যাপস ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সমন্বয়ে একটি পর্যবেক্ষণ সেল গঠন করতে হবে। এ সেল প্রতিনিয়ত হাওর এলাকার আবহাওয়া বিশ্লেষণপূর্বক চাষীদের পরবর্তী করণীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে।

- বর্তমানে ৫ দিনের আগাম সতর্ক বার্তার স্থলে ১০ দিন পূর্বে সতর্ক বার্তা প্রদানের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বন্যার আগাম সতর্ক বার্তার উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এর মাধ্যমে যত দূত সম্ভব সতর্কবার্তার লীড টাইম উন্নয়নে দূত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও আস্ত:সীমান্ত নদীসমূহের মাধ্যমে উজানের পানি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নেমে আসার পূর্বেই যথাযথ পূর্বাভাস প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবেশী দেশসহ অন্যান্য দেশ থেকে তথ্য প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- বাঁধ নির্মাণ/ মেরামতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আগস্টের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ নিশ্চিতপূর্বক শুল্ক মৌসুমে কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। অর্থ বরাদ্দ ও কার্য সম্পাদনে উপজেলা প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করতে হবে। বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতের কাজ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য ২০১৭ সালসহ পূর্ববর্তী বন্যার অভিজ্ঞতার আলোকে স্থায়ী পিআইসি গঠন করতে হবে। বাঁধ নির্মাণ কাজে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। এর জন্য যথাযথ গবেষণা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নিয়মিত মেরামত/ সংস্কার করা এবং বাঁধরক্ষায় অর্থ ছাড়করণে পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্থানীয় পর্যায়ের অফিসসমূহকে কর্তৃত্ব প্রদানে নীতিমালা হালনাগাদকরণ করতে হবে।
- বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ডুবন্ত বাঁধ মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ প্রদানপূর্বক দূত মেরামত কাজ বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হাওরের পলি অপসারণে ড্রেজিং এর কাজ শুরু করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং অপসারিত কাঁদা ও মাটি দিয়ে বাঁধ বা নদীর দু'পাড়া উঁচু করতে হবে।
- নদীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বন্যার পানি দূত নিষ্কাশনের জন্য হাওর অঞ্চলের নদীসমূহ নিয়মিত ড্রেজিং করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সুনামগঞ্জ জেলার মেঘনা বেসিনের উজানে অবস্থিত সুরমা এবং কুশিয়ারা নদী সুনামগঞ্জ অংশ থেকে খনন শুরু করে মেঘনা নদীর ভাটিতে ভৈরব বাজার পর্যন্ত ড্রেজিং করতে হবে। হবিগঞ্জ জেলায় ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং এর আওতায় কুশিয়ারা, ধলেশ্বরী ১ ও ২ খনন করে মেঘনা নদীতে সংযোগসহ খোয়াই ও সুতাং নদী খনন করতে হবে। সিলেটে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর ডাইকগুলো মেরামত ও বন্যা প্রতিরোধে উঁচু করতে হবে।
- হাওরাঞ্চলের ফসলকে বন্যা হতে রক্ষার জন্য অস্থায়ী বাঁধের পরিবর্তে স্থায়ী ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ধান মাড়াই ও সাময়িক সংরক্ষণের জন্য বাঁধ ব্যবহার নিরুৎসাহিত এবং হাওর এলাকায় হুঁদুর নিধন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।
- বন্যা থেকে হাওরের ফসল রক্ষার্থে স্বল্প সময়ে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান প্রচলন করতে হবে। এজন্য আগাম ও ঠান্ডাসহিষ্ণু জাতের ধান উদ্ভাবন করা এবং উদ্ভাবিত ধান চাষের সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে। ধানের ফলন তুলনামূলক কিছুটা কম হলেও বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ হিসেবে ব্রি ২৯ এর পরিবর্তে বিআর-২৮ রোপনের জন্য চাষীদের উৎসাহিত করতে হবে। ব্রি ধান ২৮ এর ৩০-৩৫ দিনের চারা ডিসেম্বরের ২০-২৫ তারিখের মধ্যে রোপণ করলে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ফসল কর্তন সম্ভব হয়, যা ফসল আহরণের সময়কাল ১২-১৫ দিন কমিয়ে আনবে। ধান ফলনের ঘাটতি পুষিয়ে নিতে কৃষকদের সবজি চাষ, পরবর্তী ফসলের জন্য উপকরণ সহায়তা বা অন্যান্য জীবিকায়নের জন্য প্রণোদনা বা সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। মধ্যমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে প্রচলিত ব্রি ধান ২৮, ব্রি ধান ২৯ এর পরিবর্তে ১২০ দিনে আহরণযোগ্য উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও

সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে। তাছাড়া আগাম বন্যার পূর্বাভাস পাওয়া গেলে ঐসময়ে ফসলের পরিপক্বতা যদি ৬০-৭০% হয় তবে ফসল কর্তন করে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে ফলন কিছু কম হলেও সম্পূর্ণ ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তবে আগাম বীজ রোপনের ক্ষেত্রে ধানের চারার উপর শীতের প্রভাবও বিবেচনায় নিতে হবে। গো-খাদ্যের অভাব মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ধানের খড় মজুদ রাখতে হবে।

- হাওর এলাকায় আকস্মিক বন্যায় ধান মাড়াই কাজ, গৃহ-পালিত পশু-পাখির আশ্রয়স্থল, ফসল সংরক্ষণ, কৃষি যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ, কালেকশন পয়েন্ট ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য 'কৃষি মাল্টিপারপাস কেন্দ্র' স্থাপন করতে হবে।
- বন্যায় গো-খাদ্যের প্রচল্ড অভাব দেখা দেয়। হাওরাঞ্চলে গবাদি-পশুর খাদ্য সংকট নিরসনে কমপক্ষে ৬ মাসের জন্য দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। বন্যা বা অন্যান্য দুর্যোগে জরুরী গো-খাদ্য সহায়তা প্রদানে স্বতন্ত্র বাজেট কোড বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ছোট আকারের জলাশয় হতে অতিবৃষ্টিজনিত পানি অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় পাম্প স্থাপন করা যেতে পারে।

৫. আগাম বন্যাকালীণ করণীয়

ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে বন্যার সময়ে দ্রুত ত্রাণ ও আশ্রয় স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এই বিষয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও সম্পৃক্ত করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে পানি কমান সাথে সাথে যাতে রোগ ব্যাধি মহামারী আকারে ছড়িয়ে না পড়ে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও অন্যান্য চিকিৎসা উপরনসহ সার্বক্ষণিক চিকিৎসা টিম প্রস্তুত রাখার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি থাকতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে অকেজো নলকূপ ব্যবহার উপযোগী এবং নতুন নলকূপ স্থাপনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিপর্যস্ত মানুষের আর্থিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বিনামূল্যে কৃষি-উপকরণ সরবরাহ, বিনা সুদে ঋণ প্রদান এবং বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও সম্পৃক্ত করতে হবে।

৬. বন্যা পরবর্তী করণীয়

- (১) পূর্বে যেখানে দেশে গড় বৃষ্টিপাত ৪০০ মি.মি. সেখানে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসেই হাওর অঞ্চলে প্রায় ৯০০ মি. মি. বৃষ্টিপাত হয়েছে। এ ধরনের অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ৫০-১০০ বছর রিটার্ন পিরিয়ড হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- (২) আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাসের লিড টাইমের উন্নয়নের লক্ষ্যে দূর অনুধাবন (স্পেস) প্রযুক্তিভিত্তিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহারের নিমিত্তে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

- (৩) বন্যার ফলে হাওর এলাকায় সৃষ্ট বর্ধিত জলাবদ্ধতা, এর স্থায়িত্ব এবং কারণ ও বোরো ধান উৎপাদনে এর প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্য দূর অনুধাবন (স্পেস) প্রযুক্তিভিত্তিক একটি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- (৪) হাওর এলাকার অধিবাসীদের ভিটে-মাটি/বসতভিটা উঁচুকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্বল্প খরচে টেকসই বাড়ী ঘর তৈরী করার জন্য অর্থ, পরামর্শ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- (৫) মৎস্য সম্পদের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং মজুদ বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক পোনা অবমুক্তকরণ।
- (৬) হাওর অঞ্চলের মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ এলাকার জন্য উপযোগী “বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল” গঠন করা।
- (৭) বর্ষা মৌসুমে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি। হাওর এলাকার শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, প্রয়োজনে ভিজিএফ এর ব্যবস্থা করা।
- (৮) কৃষকদের ধানচাষের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির লাভজনক সবজিচাষে উৎসাহিত করতে হবে। ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষের প্রচলন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়াও নিম্ন আয়ের উন্নত জাতের হাঁস পালনে উৎসাহিত করা যায়।
- (৯) যেহেতু কোন কোন অতি বৃষ্টির বছরে আগাম বন্যায় ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা থেকেই যায় তাই এক্ষেত্রে রিস্ক ট্রান্সফার ব্যবস্থা হিসেবে কৃষকদের জন্য কৃষি বীমা সহযোগিতা প্রদানের রূপরেখা প্রণয়ন, অর্থায়ন ও পাইলটিংয়ের ভিত্তিতে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৭. উপসংহার

হাওর এলাকা প্রাকৃতিকভাবে বন্যা প্রবণ এলাকা। জুন-জুলাই মাসে স্বাভাবিক বন্যায় হাওর অধিবাসীদের সম্পদের উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয় না। হাওর অঞ্চলের আবাদী জমির শতকরা ৮০ ভাগের অধিক জমি বোরো ধান চাষ হয়ে থাকে যা তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকায়নের জন্য অপরিহার্য ও প্রধান উৎস। ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় প্রায় সম্পূর্ণ বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাওর এলাকায় অল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাত, পাহাড়ী ঢল, উজানের পানির সাথে সময় মতো বাঁধ তৈরি না হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত না করা ও অপরিষ্কার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বন্যায় ক্ষতির মাত্রা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। বন্যার কবল হতে হাওর এলাকার প্রধান ফসল ধান রক্ষার্থে ধান-মাছ চাষের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন। হাওর মাস্টারপ্লান-২০১২ এর হালনাগাদ করে ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, জীববৈচিত্র রক্ষা, বন্যা সতর্কবার্তা উন্নয়ন ও প্রচার, নদী ও খাল খনন করে দুর্যোগ ঝুঁকির মাত্রা হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ অতীব প্রয়োজন। সর্বোপরি বোরো ধান চাষের ঝুঁকি হ্রাসকরণে স্বল্প সময়ে আবাদযোগ্য ধানের জাত চাষাবাদ সম্প্রসারণে কার্যকর পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়নের কৌশল প্রণয়ন অতীব জরুরী। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি লাঘবে যথাযথ প্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস, সাড়াদান ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে জীবিকায়নের বৈচিত্রায়নসহ হাওর এলাকার জনসাধারণের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীল কমিউনিটি গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখা যাবে।

